সমকাল

তারিখ ... 09 NOV 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ২ ...

জ্ঞানের বহর!

আসিফ আহমেদ

ছাত্রছাত্রীরা সহজ বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারলে 'জ্ঞানের বহর' শব্দ দুটি ব্যবহার করা হয়। কেবল বাংলাদেশ নয়, আরও অনেক দেশেই এমনটি ঘটে। অনেক দেশের রাষ্ট্র বা সরকারপ্রধান বন্ধু দেশের পরিচিত বা বহুল আলোচিত ঘটনা স্মরণে আনতে না পেরে সমালোচিত হন। এ ক্ষেত্রেও এ ধরনের হুল ফোটানো বাগধারা ব্যবহৃত হয়। কিছুদিন আগে যুক্তরাষ্ট্রের এক দল লোকের কাছে জানতে চাওয়া হয় : বলুন তো, ভাইস প্রেসিডেন্টের নাম কী? ২৯ শতাংশ উত্তরদাতা এটা বলতে পারেননি। ৬ শতাংশ লোক ক্যালেন্ডারে স্বাধীনতা দিবসটি দেখাতে পারেননি। বিষয়টিকে আপনি তথ্যের অভাব হিসেবে চিহ্নিত করতে পারেন। আবার অজ্ঞতাও বলতে পারেন। মানুষ অনেক সময় কুইজের সম্মুখীন হয়ে বিব্রত হয়।

বাংলাদেশে একুশে ফেব্রুয়ারি কী জন্য পালিত হয়– আমাদের রাজধানী ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সিঁড়িতে বসে থাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীর কাছে এ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হলে সঠিক উত্তর নাও মিলতে পারে। একই ধরনের 'অজ্ঞতা'র পরিচয় মিলতে পারে সাভারে অবস্থিত জাতীয় স্মৃতিসৌধের বেলায়ও। স্বাধীনতা ও বিজয় দিবস নিয়ে প্রশ্ন করলে নানা বয়সের নাগরিকরা তালগোল পাকিয়ে ফেলেন। চলতি ঘটনা নিয়েও এ ধরনের সমস্যা হয়। সম্প্রতি বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট সাবেক কূটনীতিক ও শিক্ষাবিদের সঙ্গে কথা হয়। তিনি একটি খ্যাতিমান বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করেছিলেন– অক্টোবরের (২০১৬) দ্বিতীয় সপ্তাহে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য দুটি ঘটনা কী? কেউই সঠিক উত্তর দিতে পারেনি। তিনি যখন বলেন, চীনের প্রেসিডেন্ট ও বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্টের বাংলাদেশ সফরকে কেন তাদের কাছে স্মরণীয় মনে হলো না? এর উত্তরেও সন্তোষজনক কিছু মিলল না। অথচ এ প্রতিষ্ঠানের আইবিএ স্নাতকদের বহুজাতিক কোম্পানি ও দেশের বড় বড় করপোরেট সংস্থা লুফে নেয় বড় অঙ্কের বেতন, গাড়িসহ অন্যান্য সুবিধা দিয়ে। ওই সাবেক কূটনীতিক আরেকটি ঘটনা বলেন এভাবে– একটি প্রতিষ্ঠানে চাকরিপ্রার্থীদের তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন– ৩ নভেম্বর তারিখটি বাংলাদেশে কেন স্মরণীয়? ৩০ জনের মতো শিক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র একজন বলতে পেরেছিল– ১৯৭৫ সালের এ দিনে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে জাতীয় চার নেতাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল। তবে ওই উত্তরদাতাও নিহত চার নেতার মধ্যে মাত্র দু'জনের নাম বলতে পারে। 'চার নেতা' কেন বলা হয়– এ প্রশ্নে অনেক চাকরিপ্রার্থী নীরব থাকে। কারও কারও কাছে এটা সম্ভবত এক ব্যক্তির নাম!

অন্যদৃষ্টি

সাধারণ জ্ঞানের এ ধরনের ঘাটতি নিয়ে সংবাদপত্রে প্রায়ই বিজ্ঞজনেরা হতাশা ব্যক্ত করেন। তারা উদ্বিগ্ন হন। ৩০ লাখ শহীদের রক্তে অর্জিত বাংলাদেশে যদি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কত তারিখে মুক্তি ও মিত্রবাহিনীর কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করে– এমন প্রশ্নের উত্তর ছাত্রছাত্রীরা দিতে না পারে তাহলে দুশ্চিন্তা হতেই পারে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে এ ধরনের জ্ঞানের প্রসারে সবচেয়ে বেশি নজর দিতে হবে বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচির প্রতি। আবার অনেকে বলবেন, সব স্কুলেই তো স্বাধীনতা ও বিজয় দিবস পালিত হয়। তাহলে কেন শিক্ষার্থীদের বিষয়টি মনে থাকবে না? এর উত্তরে বলা যায়, অনেকের কাছে দিনটি কেবলই আনুষ্ঠানিকতা– জাতীয় পতাকা তোলা, জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া এবং মিছিল শেষে ঘরে ফেরা। মনে গেঁথে থাকে না এমন স্মরণীয় দিন। এ জন্য চাই বিশেষ উদ্যোগ, যা কেবল শিক্ষকরা শ্রেণিকক্ষে দিতে পারবেন না। এ কাজে এগিয়ে আসতে হয় সামাজিক শক্তিকে। তাদের মধ্যে বিশেষভাবে বলতে হয় ছাত্র ও শিক্ষকদের সংগঠনের কথা। আমাদের দেশে এ ধরনের সংগঠন অনেক রয়েছে। তারা কি নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন?